বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা নীতিমালা

(২৭/০২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬১তম পূর্ণ কমিশন সভায় অনুমোদিত)

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, প্লট#ই-১৮/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
জুলাই, ২০২১।

১। ভূমিকা

শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম যেমন: সম্মুখ বা সশরীরে এবং সেই সাথে অনলাইন, ভার্চুয়াল বা ডিজিটাল লার্নিং পদ্ধতির সংমিশ্রণই হলো ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা। এক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল ইন্টারফেস অবশ্যই শিখন এবং শেখানোর জন্য একে অপরের পরিপূরক হতে হবে (Singh, ২০২১; Tayebinik & Puteh, ২০১৩)। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল্যায়নও বস্তুনিষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা ক্রমশ পছন্দনীয় মাধ্যম হয়ে উঠছে, কারণ এটি শিখন কার্যক্রমকে ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যায়, চিন্তাশীল প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীভিত্তিক নির্দেশনা নিশ্চিত করে (Rasheed et al., ২০২০)। ঐতিহ্যগত শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির সাথে অনলাইন শিক্ষার উপকরণ এবং মিথস্ক্রিয়ার সুযোগকে একীভূত করেই বর্তমানে মিশ্র শিক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর জন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের শারীরিক উপস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীর শেখার সময়, স্থান, পথ বা গতি নিয়ন্ত্রণের কিছু উপাদান প্রয়োজন রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সফল প্রয়োগ শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ডকুমেন্টটি ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার পরিধি, সুবিধা-অসুবিধা এবং এর পরিচালন নীতির সমন্বয়ে তৈরি যা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর আওতাধীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত এবং অপরিবর্তনীয় সম্মুখ শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা নীতির সাথে নিহিত। ফলে, সম্মুখ শিক্ষার পরিবর্তন বা উন্নতির সুযোগ এই ডকুমেন্ট এর পরিধির আওতাভুক্ত নয়।

২। উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর আওতাধীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার পরিবেশ ব্যবহার করার নীতিগুলো সনাক্ত করা এবং তা সংজ্ঞায়িত করা;
- সম্পৃক্তকরণ এবং শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে শিখনকে আরো কার্যকর করা;
- কোভিড-১৯ (COVID-19)-এর মতো ভবিষ্যতের বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি রাখা;

৩। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা থেকে শিখন ও শেখানোর পদ্ধতিসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। তথ্য এবং এর দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরনের সম্পদ হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ইশতেহার থেকে শুরু করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অবশ্যই বিশ্ব-স্বীকৃত মানদন্ড অনুযায়ী জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৮-২০৩০) বর্তমান শিখন ও শেখানোর পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনা তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিক অগ্রগতি অনুসরণপূর্বক একটি উন্নত ই-লার্নিং পরিবেশ তৈরির বিষয়ে আলোকপাত করে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এর প্রয়োজনীয়তাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বিশ্বব্যাপী এই অতিমারীটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে আবশ্যিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (আইসিটি) অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু সম্মুখ শিখন-শেখানোর পদ্ধতি থেকে

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে রূপান্তরের বিষয়টি অদ্যাবধি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি সেহেতু এ ব্যাপারে একটি সুসংহত বাস্তবায়ন নীতি প্রয়োজন।

৪। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার সংজ্ঞা ও এর পরিধি

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা শেখার এমন একটি পদ্ধতি যা কৌশলগত, পদ্ধতিগত এবং কার্যকরভাবে সম্মুখ, অনলাইন, মোবাইল, দূরশিক্ষা, উন্মুক্ত, সামাজিক, রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সশরীরে এবং ভার্চুয়াল শিক্ষা পদ্ধতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে করা হয়। কাঙ্খিত শিক্ষা এবং কাঙ্খিত ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিকভাবে যা কিছু প্রয়োজন, তার সকল বিষয়ই এই পদ্ধতির মূল পরিচালিকা। মিশ্র শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, কোর্স বা প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা গ্রহণের স্থান, সময়, গতি, বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিকে ব্যক্তিগতকরণ করা। শেখার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগতকরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সাথে সময়াবদ্ধ নয় এমন কার্যাদি (যেমন: অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব সময়ে এবং গতিতে অংশগ্রহণ করে) (Singh, ২০২১) ই-লার্নিং কার্যকলাপের মাধ্যমে সংযুক্ত করার জন্য মিশ্র শিক্ষার প্রবর্তন করা হলেও বর্তমানে এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ হতে পারেঃ

(ক) অফলাইন এবং অনলাইন শেখার মিশ্রণ: ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি প্রথাগত ক্লাসরুমকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে শিখন হতে পারে (যেমন, ক্লাসরুমে বক্তৃতা দেওয়ার সময় অধ্যয়নের উপকরণগুলো অনলাইনে সরবরাহ করা যেতে পারে);

(খ) স্ব-উদ্যোগে সাধিত শিক্ষা এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে সকলের যুগপৎ উপস্থিতিতে সাধিত সহযোগিতামূলক শিক্ষার মিশ্রণ: এটি হতে পারে নিয়মনীতি পরিবর্তন বা নতুন কোনো পণ্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা এবং পরবর্তীতে একটি সম্মুখ অথবা অনলাইনে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে (পিয়ার-টু-পিয়ার) আলোচনা;

(গ) কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত শিক্ষার মিশ্রণ: অকাঠামোগত শিক্ষা পদ্ধতি যেমন সভা বা ইমেইল থেকে কথোপকথন এবং নথিপত্র ধারণ করে তা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

(ঘ) প্রথাগত বিষয়বস্তুর সাথে সার্বজনীন/উন্মুক্ত বিষয়বস্তুর মিশ্রণ: সার্বজনীন/উন্মুক্ত বিষয়বস্তু সাধারণত সার্বজনীন এবং সুলভ। অতএব, সার্বজনীন, স্ব-উদ্যোগে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুকে ক্লাসরুমে বা অনলাইনে লাইভ অভিজ্ঞতার সাথে সংমিশ্রণ করার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করা যায়;

(ঙ) শিখন, অনুশীলন এবং দক্ষতার মিশ্রণ: এই ধরনের মিশ্রণে (একটি নতুন চাকরি-সম্পর্কিত কাজ শুরু করার আগে সংগঠিত) অনুশীলন (কাজ-টাস্ক বা ব্যবসা-প্রক্রিয়া সিমুলেশন মডেল ব্যবহার করে) এবং যথাসময়ে দক্ষতা যাচাইয়ের পদ্ধতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

এই ডকুমেন্টটি বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসারে অনসাইট এবং অফসাইট শিক্ষার মিশ্রণ শুরু করার গুরুত্ব বর্ণনা করে। বর্তমান কোভিড-১৯ পরবর্তী যুগ একটি চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এই ডকুমেন্টটি কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়েও এই নীতি অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করে বিধায় এতে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার অন্যান্য মাত্রাও সফলভাবে সংযোজন করা সম্ভব হবে। এগুলো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোগত সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা উন্নত করতে সহায়তা করবে। অধ্যায় পাঁচ-এ এই বিষয়গুলো বিশদভাবে বিধৃত করা হয়েছে।

৫। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতির সুবিধা এবং বাধাসমূহ

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার প্রধান দৃশ্যমান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি ও সাফল্য বৃদ্ধি করা এবং তাদেরকে অধিকতর দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা। সেই সাথে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা নিম্নলিখিত গুরুত্বও বহন করে:

(ক) শিখন কার্যক্রমকে সহজলভ্য করতে অনলাইন এবং অফলাইন ইভেন্টগুলো একত্র করা। শুধু নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে উপস্থিতরাই সশরীরে ক্লাসে যোগদান করতে পারে কিন্তু ভার্চুয়াল ইভেন্টে এই ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। নির্দিষ্ট সময়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিকটও রেকর্ড লেকচার পৌঁছানো সম্ভব;

(খ) সম্পূর্ণ অনলাইন বা অফলাইন কোর্সের তুলনায় ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা (Tayebinik & Puteh, ২০১৩): শারীরিক এবং ভার্চুয়াল ই-লার্নিং পদ্ধতির একীভূত করে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে নিজ সক্ষমতা যাচাই করতে সমর্থ করা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;

(গ) বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করা যাতে করে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পায়;

(ঘ) বিষয়ভিত্তিক গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করতে অনলাইন উপকরণ ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা;

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য শ্রেণিকক্ষ বহির্ভুত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতির সুফল প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কার্যকর শেখার ক্ষেত্রে অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে তাদের শেখার সময়, স্থান এবং গতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তবে উপযুক্ত সুযোগের পরিমাপ নির্ণয় কষ্টসাধ্যও বটে (Boelens et al., ২০১৭);

(খ) শিক্ষার পরিবেশগত দুর্বলতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষের মিথস্ক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনয়ন প্রয়োজন (O'Connor et al., ২০১১);

(গ) অনলাইন শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিকট প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যদিও, শিক্ষার্থীদের নিকট প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করা কঠিন হতে পারে;

(ঘ) প্রযুক্তিগত অজ্ঞতা, ভীতি এবং শেখার প্রতি অনাগ্রহ ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠদানকে দুরূহ করে তুলতে পারে;

(ঙ) অনলাইন প্রযুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যয় ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা বাস্তবায়ন করাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যালেঞ্জিং করে তুলবে;

(চ) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে শিখন-শেখানোর জন্য অবশ্যই একটি সু-কাঠামোবদ্ধ মূল্যায়ন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি থাকতে হবে। প্রোগ্রামের ফলাফলের (POs) সামষ্টিক প্রদর্শনের জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি থাকা সমীচীন;

(ছ) ব্লেন্ডেড লার্নিং প্রোগ্রামগুলোর একটি ধারাবাহিক মানোন্নয়ন (CQI) ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। স্নাতক এবং তাদের নিয়োগকারীর কাছ থেকে চাহিদা এবং পুনর্নিবেশ (ফিডব্যাক) অনুসারে প্রোগ্রাম শিক্ষার উদ্দেশ্য (PEO) এর স্তরকে পর্যায়ক্রমে সংকলন করার জন্য একটি উপযোগী নীতি থাকা সমীচীন;

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমনি এটি বাস্তবায়নে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য একটি উপযোগী নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

৬। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা বাস্তবায়ন কাঠামো

যদিও ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার বাস্তবায়ন কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে, তথাপি সকল কাঠামো উচ্চশিক্ষার সকল স্তরে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত নয়। জনসংখ্যা, বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় একক ও অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র কাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং অন্যান্য অনুরূপ অর্থনীতির দেশসমূহে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অষ্টভুজাকার (Octagonal) কাঠামো (Khan, ২০০৫), ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (Thurab-Nkhosi, ২০১৩)। এই অষ্টভুজাকার (Octagonal) কাঠামোটি নিম্নলিখিত আটটি মাত্রা নিয়ে গঠিত:

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা: এটি প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের পরিসেবার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতিকে নির্দেশ করে;

(খ) শিক্ষাদান পদ্ধতির মাত্রা: এটি কোর্সের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণকে বোঝায়। অধিকন্তু, বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়;

(গ) প্রযুক্তিগত মাত্রা: এই মাত্রা প্রযুক্তিগত অবকাঠামো (যেমন, অবকাঠামো পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ব্যবহারোপোযোগিতা) সম্পর্কিত দিকগুলো পরীক্ষা করে;

(ঘ) ইন্টারফেস ডিজাইন: ইন্টারফেস একটি ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা প্রোগ্রামের সামগ্রিক দিক এবং অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত, যেমন ওয়েব পেজ, সাইট এবং বিষয়বস্তু ডিজাইন এবং নেভিগেশন যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিতরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে এবং পরিবর্তন করতে সক্ষম করে;

(ঙ) মূল্যায়ন: এটি ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা প্রোগ্রামের ব্যবহারযোগ্যতার উপর গুরুত্বারোপ করে। এটি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতির পাশাপাশি নির্দেশনা এবং শেখার পরিবেশকেও গুরুত্ব দেয়;

(চ) ব্যবস্থাপনা: এটি শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু বিতরণ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়;

(ছ) সম্পদ যোগান: এটি শিক্ষার সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে অনলাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবে;

(জ) নৈতিকতা: এটি সাংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক বৈচিত্র্য, শিষ্টাচার, সাম্য, সমতা এবং আইনি বিষয়কে বোঝায়;

৭। বাংলাদেশে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের মতো অর্থনীতির দেশসমূহের উপর পূর্ববর্তী গবেষণার ভিত্তিতে এবং আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতায় নিম্নলিখিত সাতটি নীতির প্রস্তাব করা হয়েছে:

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত হওয়া;

(খ) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা;

(গ) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত অবকাঠামো স্থাপন করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতির জন্য যথাযথ নকশা এবং সমর্থন বা সহযোগিতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত কৌশলসমূহ বিষয়বস্তু, কোর্স, প্রোগ্রাম, ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুত রাখা;

(চ) শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সংস্থানসহ ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার প্রযোজনীয়তাগুলো মেনে চলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ছ) ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষায় নৈতিকতা, সংস্কৃতি, সমতা এবং আইনি বিষয়গুলো বিবেচনা করা।

৭.১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রস্তুতি

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা প্রদানকারী যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিধি ও প্রবিধিসমূহ অবশ্যই ইউজিসির বিধি ও প্রবিধিসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। শিক্ষার ইকোসিস্টেমের বিকাশ এবং অনসাইট ও অফসাইট শিক্ষাকে টেকসইভাবে একীভুত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট এবং জনবল থাকতে হবে। ইউজিসি তার নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক সারা দেশে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বিধি ও প্রবিধি: অনলাইন এবং অফলাইন ক্লাস মিশ্রিত করার জন্য নতুন বিধি/আইন প্রয়োজন হবে এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বিদ্যমান বিধি/আইন হালনাগাদ করতে হবে। নতুন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধিও প্রয়োজন হবে;

(খ) অবকাঠামো: ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS), সার্ভার, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি স্থাপন করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বিবেচনায় রেখে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার জন্য একটি পৃথক কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, যেটি এ সংক্রান্ত কার্যক্রম কার্যকরভাবে প্রবর্তন, পরিচালন এবং নিরীক্ষণের জন্য উৎকর্ষ প্রদান করবে;

(গ) সম্পদ: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ ও মানবসম্পদের বরাদ্দ থাকা আবশ্যক। ক্রমাগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফলের উন্নতির লক্ষ্যে শিখন-শেখা পদ্ধতির উপর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.২। উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের বিদ্যমান শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা উন্নয়ন আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করা সমীচীন। বহির্বিশ্বের সফল অভিজ্ঞতাসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক রিসোর্স ম্যানেজারদের সাথে বিনিময় করতে হবে, যাতে তারা শিখন বিষয়বস্তু প্রস্তুত এবং তা শিক্ষার্থীদের নিকট সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। উন্নত শিখন বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বৈশ্বিক এবং স্থানীয় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা আবশ্যক। এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) শিখন-শেখানো প্রস্তুতি: নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধারাবাহিক মানোন্নয়ন (CQI) পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম পুনঃপরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করতে হবে। কার্যকর জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া, বিশেষ করে আইসিটি এবং ডিজিটাল মিডিয়া অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেহেতু ডিজিটাল মিডিয়া ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে এবং প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে, সেহেতু শিখন-শেখানো পদ্ধতির জন্য ডিজিটাল দক্ষতা একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হবে বৈকি।

(খ) শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা বিনিময়: ক্লাস পরিচালনার পূর্বে শিক্ষকগণকে স্বীয় প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে। পরবর্তীতে সাম্প্রতিক উদ্ভাবন, প্রযুক্তি এবং পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানার অভিপ্রায়ে নিজেদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন করা আবশ্যক।

(গ) সহযোগিতা: জ্ঞান এবং দক্ষতা হালনাগাদ করতে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহকে আরো জোরদার করতে অভ্যন্তরীণ এবং বহি:স্থ সহযোগিতা প্রয়োজন।

৭.৩। প্রযুক্তিগত সহায়তা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক সহায়তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিশ্চিত করা আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং ইন্টারনেট সংযোগ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নিম্নরূপ:

(ক) শিক্ষকদের জন্য: ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতি সুষ্ঠু ও সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য সকল শিক্ষককে প্রয়োজনীয় ডিভাইস, সফটওয়্যার এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার জন্য ডিজিটাল স্টুডিও তৈরি করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে হবে;

(খ) শিক্ষার্থীদের জন্য: সীমিত ইন্টারনেট সংযোগ এবং সাধারণ মানের ডিভাইস থাকলেও লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) এবং অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা এবং শেখার পদ্ধতিগুলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষাসহ (SEN) সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) স্টাফদের জন্য: আইসিটি সেল থেকে স্টাফদের সিস্টেমের সঠিক কার্যকারিতা যেমন সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ, ক্লাউড কম্পিউটিং, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ, সিস্টেম ও ডাটা দ্রুত পুনরুদ্ধার (ব্যাকআপ) এবং সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক;

৭.৪। কার্যকর ডিজাইন এবং প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা

ডিজাইন বলতে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার উপাদানগুলোর সামগ্রিক দিক যেমন ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু এবং নেভিগেশন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হওয়াকে বোঝায়। ব্যবহারকারীর ইন্টারনেটের গতি, ডিভাইস ইত্যাদি ব্যবহারের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন প্রস্তুত করা সমীচীন। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) এবং কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু ডিজাইন উভয়ের জন্য যথাযথ সহযোগিতা ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্যের চাবিকাঠি। এর প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু ডিজাইন: কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু স্বল্প পরিসরের, মিথস্ক্রিয়, বিতরণযোগ্য এবং খন্ডাকারে হওয়া সমীচীন যা শিক্ষার প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব এবং নির্দেশনামূলক মডেলগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু অবশ্যই একাধিক ফরম্যাট, প্ল্যাটফর্ম এবং ডিভাইসে সমান ও কার্যকরভাবে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে;

(খ) সাইট, পেজ ডিজাইন এবং নেভিগেশন প্যাটার্ন: ওয়েবসাইট এবং এর পেজ বা ব্লকগুলো সহজ, নিরাপদ, অভিগমনযোগ্য এবং ব্যবহারকারী বান্ধব হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত অপশন বা বিকল্প নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সাইট লোডিং সময় বিবেচনা করে টেমপ্লেট ব্যবহার করা যেতে পারে। ওয়েবসাইট, পেজ বা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নেভিগেশন সূচক, সাইট লেআউট এবং বিভিন্ন টেমপ্লেট এর দৃশ্যমানতা এবং সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা আবশ্যক। ব্যবহারকারীর বর্তমান অবস্থান সঠিকভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক;

(গ) লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এলএমএস এবং কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু: লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এলএমএস-কে কার্যকর রাখার জন্য আইটি সাপোর্ট টিম ছাড়াও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীদের সমন্বয়ে একটি পৃথক পুল থাকতে হবে, যারা কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু ডিজাইন এবং এর কার্যক্রমকে বিকশিত করতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবে।

৭.৫। বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং মূল্যায়ন কৌশল

কোর্স এবং কোর্সের বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের শেখার মূল্যায়ন এবং ক্রমাগত উন্নতির প্রক্রিয়াগুলো প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিটি ডিগ্রি প্রোগ্রামের সুস্পষ্ট নীতি থাকতে হবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা নীতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রোগ্রামের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

(ক) কোর্স নির্বাচন: ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার জন্য প্রোগ্রামের কোর্সগুলো সঠিকভাবে নির্বাচন করা আবশ্যক। নিতান্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে (যেমন, অতিমারী পরিস্থিতি) একটি প্রোগ্রামের কগনিটিভ ডোমেইনের (জ্ঞানগত) কিয়দংশ আনুপাতিকহারে মিশ্র শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যক্রম প্রণয়ন বা সংশোধন করার লক্ষ্যে প্রচলিত সরকারি আইন/বিধি অনুযায়ী কোর্সের পরিধি নির্ধারণ করবে। এই পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট আওয়ারস একটি মাপকাঠি হিসেবে কাজ করবে। সাইকোমটর (দক্ষতা) এবং এফেক্টিভ ডোমেইনে (মনোভাব) ডেলিভারির সুযোগ (বেশিরভাগই যা পরীক্ষাগার, সেশনাল, ব্যবহারিক এবং হ্যান্ডস-অন সেশনে ব্যবহৃত হয়) সাধারণত মিশ্র শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা সমীচীন নয়, কারণ এতে তাদের প্রায়শই শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয়;

(খ) কোর্সের বিষযবস্তু নির্বাচন: ব্লেন্ডেড বা মিশ্র পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন যাতে এটি যথাযথ এবং বোধগম্য পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা যায় এবং সুরক্ষিত LMS-এ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক মানোন্নয়নের (CQI) জন্য যথাযথ

পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। কোর্স শেখার ফলাফলের (CLO) সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য বিষয়বস্তুকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য দিতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রাপ্যতা এবং অনন্য বিষয়বস্তুর প্রাপ্যতা বিবেচনা করতে হবে;

(গ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন: শিক্ষার প্রতিটি ডোমেইন যথা: কগনিটিভ (জ্ঞানগত), সাইকোমটর (দক্ষতা) এবং এফেক্টিভ (মনোভাব) এর মূল্যায়ন করতে হবে। নিতান্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সাইকোমটর (দক্ষতা) এবং এফেক্টিভ (মনোভাব) ডোমেইন মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (SEN) জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করতে হবে;

(ঘ) মূল্যায়ন সরঞ্জামাদি: শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সেই সাথে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রথাগত মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তে ভিন্ন, যেমন ওপেন-এন্ডেড বা দৃশ্যকল্প-ভিত্তিক প্রশ্ন, কেস স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করতে হবে;

(ঙ) কোর্স লার্নিং আউটকামস **(CLO)**-এ বিবেচ্য বিষয়সমূহ: সম্মুখ ক্লাসের সকল CLO ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার কোর্সসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে । অস্বাভাবিক পরিস্থিতির (যেমন অতিমারী) উদ্ভব না হলে, সামষ্টিক মূল্যায়ন (চূড়ান্ত পরীক্ষা) নিয়মিত অনসাইট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। একাডেমিক কমিটির পূর্বানুমোদনক্রমে অনলাইনে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার মূল্যায়ন (যেমন- মিডটার্ম, ক্লাস টেস্ট, কুইজ এবং অ্যাসাইনমেন্ট) করা হবে, যা সত্যিকার অর্থে যথাযথ দূর-পরিদর্শন এবং অনলাইন তদারকি পদ্ধতি প্রবর্তন সাপেক্ষে।

৭.৬। অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে অবকাঠামো, মানবসম্পদ, লজিস্টিক সাপোর্ট, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, রিপোর্টিং এবং সংরক্ষণ, কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার এবং কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সকল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য স্বচ্ছ এবং নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ যথাযথ অনুশীলন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি এবং সহায়ক অফিসের মাধ্যমে টিমওয়ার্ক: প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কমিটি যেমন একাডেমিক কাউন্সিল, সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কমিটি, আইসিটি সেল এবং আইকিউএসি-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, LMS রক্ষণাবেক্ষণ একটি ব্যাপক পরিসরের কাজ যার জন্য সার্বক্ষণিক (২৪/৭) নিযুক্ত থাকার জন্য যোগ্য কর্মীদের সমন্বয়ে একটি পুল গঠন প্রয়োজন;

(খ) প্রোগ্রাম ও কোর্স নির্বাচন এবং অনুমোদন: ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রোগ্রাম এবং কোর্স নির্বাচন করার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষজ্ঞ একাডেমিক টিম থাকতে হবে। এক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনক্রমে তা প্রস্তাব আকারে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

(গ) জবাবদিহিতা: বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং তা একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিকট পেশ করবে। সকল ভৌত/ডিজিটাল প্রমাণক এবং প্রতিবেদন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে;

৭.৭। নৈতিকতা, সংস্কৃতি, সমতা এবং আইনি সমস্যা

একাডেমিক নিষ্ঠা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা বজায় রাখার বিষয়ে নৈতিক বিষয়গুলো শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের জন্য নমনীয় শিক্ষার পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভুত কোনো কিছু করা সমীচীন হবে না। এর প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) নৈতিকতা এবং সংস্কৃতি: শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য উপযুক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করা আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা বজায় রাখার জন্য এর ব্যবহারযোগ্যতা, মিথস্ক্রিয়া, সহজলভ্যতা, বিতরণ, শেখার কৌশল এবং বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণের দিকসমূহ বিবেচনা করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমসাময়িক আইনি কাঠামো অনুসরণ করতে হবে;

(খ) সমতার সুযোগ: বিশেষ চাহিদাসম্পন্নসহ (SEN) সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজে বিরাজমান ডিজিটাল বিভাজন নিরসনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ কমিটি: কার্যকরী কমিটি (অ্যাকশন টিম) নৈতিকতা সম্পর্কিত হালনাগাদ নির্দেশনা প্রদান করবে। এই কমিটি সমসাময়িক আইনি প্রেক্ষাপটে ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিক্ষার মুখোমুখি হওয়া আইনি সমস্যা পর্যালোচনাপূর্বক তার যথাযথ সমাধান বাস্তবায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদ করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঘ) পুনর্নিবেশ (ফিডব্যাক) এবং উৎকর্ষসাধন: উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিকট থেকে নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনি বিষয়ে প্রাপ্ত পর্যায়ক্রমিক পুনর্নিবেশ বা ফিডব্যাক বিবেচনা করতে হবে।